আর্থিক সাক্ষরতা দিবস
২০২৩

ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্ট
বাংলাদেশ ব্যাংক

EXIM BANK
শরীয়াহ্ ভিত্তিক ইসলামী ব্যাংক

এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিমিটেড

প্রধান কার্যালয়: এক্সিম ব্যাংক টাওয়ার, প্লট # ১৫, রোড # ১৫, ব্লক # সি ডব্লিউ এস (সি)
বীর উত্তম এ. কে. খন্দকার রোড, গুলশান-১, ঢাকা-১২১২, ফোন: ০৯৬৬৬৭১৬২৪৬
ইমেইল: info@eximbankbd.com

আর্থিক পরিকল্পনা কী?

সাধারণভাবে একজন মানুষের বর্তমান ও সম্ভাব্য আয়ের উপর ভিত্তি করে সম্ভাব্য ব্যয় (সাধারণ ও বিশেষ) এবং সম্ভাব্য সঞ্চয়ের আগাম হিসাব প্রস্তুতিকেই আর্থিক পরিকল্পনা বলা হয়।

আর্থিক পরিকল্পনা কেন প্রয়োজন?

আয় বুঝে ব্যয় করাই মূলত আর্থিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। আর্থিক পরিকল্পনায় বর্তমান আয় এবং সম্ভাব্য আয়ের উৎসসমূহ চিহ্নিত করা হয়। একই সাথে, ভবিষ্যতে ব্যয় কী হতে পারে, কোনো কোনো খাতে এ ব্যয় হতে পারে তা চিহ্নিত করা হয়। একই সাথে সঞ্চয়ের বিষয়েও লক্ষ্য রাখা হয়। ভবিষ্যতে হঠাৎ অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হলে তা কিভাবে মেটানো হবে, সে বিষয়ের একটা রূপরেখা থাকে। তাই নিরাপদ ভবিষ্যত এবং আকস্মিক চাহিদা মেটানোর তাগিদে প্রত্যেকের আর্থিক পরিকল্পনা সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন।

সঞ্চয় কী?

সাধারণত আয় হতে সব ধরণের খরচ/ব্যয় নির্বাহের পর উদ্বৃত্ত অর্থকেই আমরা সঞ্চয় বুঝি।

সঞ্চয় কেন করা প্রয়োজন?

জীবনের নানা প্রয়োজন মেটাতে বা আকস্মিক দুর্ঘটনা মোকাবিলায় আমাদের সঞ্চয় থাকাটা খুব জরুরী। আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি হলে তখন অতিরিক্ত ব্যয় নির্বাহের জন্য আমাদের ঋণ করতে হয় বা অন্যের মুখাপেক্ষী হতে হয়। এরকম পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য সঞ্চয়ের কোনো বিকল্প নেই। এছাড়া, জীবনের নানা টানাপোড়নে আমাদের নিয়মিত আয়ও অনেক সময় ব্যাহত হয় (যেমন: করোনাকালে চাকুরী হারিয়ে) যখন সঞ্চয়ের বিশেষ প্রয়োজন হয়। আবার প্রয়োজনীয় বিলাসদ্রব্য ক্রয় বা সন্তানের উচ্চশিক্ষার্থেও সঞ্চয়ের অর্থ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে।

সঞ্চয় কিভাবে করা যায়?

খরচ কমিয়ে: বিবাহ-উৎসব, বিলাস ভ্রমণ বা আপ্যায়নে খরচের বাহুল্য কমিয়ে।

খরচ আপাতত না করে: অত্যাবশ্যক না হলে মটরসাইকেল, গাড়ি, স্মার্ট গ্যাজেট (নতুন ফিচার সম্পন্ন স্মার্ট ফোন ল্যাপটপ ইত্যাদি) গহনা, জমকালো পোশাক ইত্যাদির জন্য আপাতত খরচ না করে।

খরচ বাদ দিয়ে: অতিরিক্ত চা পান পরিহার; পান/সিগারেট বা তামাক জাতীয় দ্রব্য গ্রহণের অভ্যাস পরিহার; শরীরের জন্য ক্ষতিকর অভ্যাসগত অন্যান্য দ্রব্যাদি সেবন বাদ দিয়ে; অপ্রয়োজনে ইন্টারনেট ব্যবহার বাদ দিয়ে; দামী পোশাক বা বিলাস সামগ্রী ইত্যাদির পেছনে খরচ পরিহার করে।

ব্যাংক হিসাব কি?

ব্যাংকের গ্রাহক হতে হলে একটি হিসাব খুলতে হয়। ব্যাংকের সুনির্দিষ্ট ফরমে যাচিত তথ্য, স্বাক্ষর, ছবি ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমাদানের মাধ্যমে একজন গ্রাহক তার নিজ নামে/প্রতিষ্ঠানের নামে হিসাব খুলতে পারবেন। এ প্রক্রিয়ায় ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহককে একটি স্বতন্ত্র নম্বর প্রদান করা হয় যা তার ব্যাংক হিসাব বলে পরিচিত।

সবাই কি ব্যাংকে হিসাব খুলতে পারবে?

হ্যাঁ, মানসিকভাবে সুস্থ ও প্রাপ্তবয়স্ক প্রত্যেক ব্যক্তিই ব্যাংক হিসাব খুলতে পারবেন। এছাড়া, সরকার অনুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত অপ্রাপ্তবয়স্ক (১৮ বছরের কমবয়সী) শিক্ষার্থীরা এবং রেজিস্ট্রার্ড এনজিও এর সহায়তায় কর্মজীবী শিশুরাও ব্যাংক হিসাব খুলতে পারবেন।

ব্যাংক হিসাব থাকার উপকারিতা কী?

- ✓ প্রথমত জমানো টাকা নিরাপদ ও সুরক্ষিত থাকে (চুরি-ডাকাতি বা আগুনে পোড়া বা বন্যায় নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয় থাকবে না);
- ✓ যখন প্রয়োজন জমানো টাকা উত্তোলন করা যায়;
- ✓ হিসাবে জমা টাকার উপর ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত মুনাফা/সুদ পাওয়া যায়;
- ✓ অনলাইন ব্যাংকিং এর মাধ্যমে প্রয়োজন অনুযায়ী যেকোনো জায়গায় টাকা পাঠানো যায়;
- ✓ যে কোনো পাওনা টাকা (একই ব্যাংকের অন্য হিসাবে বা ভিন্ন ব্যাংক হিসাবে) ও বিল (বিদ্যুৎ/পানি/গ্যাস, স্কুল ফি, ক্রেডিট কার্ড এর বিল ইত্যাদি) পরিশোধ করা যায়;
- ✓ সঞ্চয়ী হিসাব থেকে এক বা একাধিক মেয়াদি আমানত খোলা যায় যা অধিক লাভজনক;
- ✓ মেয়াদি আমানত এর কিস্তি/ইনস্যুরেন্স এর প্রিমিয়াম প্রদান করা যায়;
- ✓ ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারে বা গৃহ নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় ঋণ/আগাম গ্রহণ সহজ হয়;
- ✓ বিশ্বের যে কোনো স্থান থেকে প্রেরিত রেমিটেন্স সহজে উত্তোলন করা যায়;
- ✓ সরকারী ভাতার টাকা গ্রহণ করা যায়;

ব্যাংক হিসাব খুলতে কী কী প্রয়োজন হয়?

- ✓ ব্যাংকের নির্দিষ্ট আবেদনপত্র পূরণ;
- ✓ আবেদনকারীর দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি;
- ✓ নমুনা স্বাক্ষর (আবেদনকারী কর্তৃক ব্যাংক কর্মকর্তার সম্মুখে স্বাক্ষর করতে হবে);
- ✓ মনোনীত নমিনি/উত্তরাধিকারী ব্যক্তির (নমিনি একাধিক হতে পারবেন) এক কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি, যা হিসাবধারী কর্তৃক সত্যায়িত হবে।
- ✓ নমিনির স্বাক্ষর (ব্যাংক কর্মকর্তার সম্মুখে স্বাক্ষর করা বাঞ্চনীয়);
- ✓ আবেদনকারী ও নমিনির জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি;
- ✓ আবেদনকারীর টিআইএন (TIN) সার্টিফিকেট এর ফটোকপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে/যদি থাকে);

১০ টাকা ব্যাংক হিসাব (নো-ফ্রিল হিসাব) কী?

সমাজের প্রান্তিক ও সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে সাশ্রয়ী মূল্যে ব্যাংকিং সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক আর্থিক অন্তর্ভুক্তি (Financial Inclusion) কার্যক্রমের আওতায় অনুমোদিত ব্যাংক শাখায়, উপশাখায় বা এজেন্ট ব্যাংকিং আউটলেট এ মাত্র ১০ (দশ) টাকা প্রাথমিক জমাকরণের মাধ্যমে যে ব্যাংক হিসাব খোলা হয়, সেটাই ১০/- টাকা ব্যাংক হিসাব নামে পরিচিত। (NFAs) নামে অভিহিত করা হয়।

এ ধরণের হিসাব খুলতে ও পরিচালনা করতে কোনো চার্জ বা ফি নেয়া হয় না।

কারা ১০/- টাকা ব্যাংক হিসাব খুলতে পারবে?

- সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী বা সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় ভাতাভোগী;
- যে কোনো দুর্যোগে (প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট) ক্ষতিগ্রস্ত (যেমন: নদীভাঙ্গন, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, খরা, মঙ্গা, অগ্নিকান্ড, ভূমিকম্প, ভবনধ্বস, কোভিড-১৯ এর ন্যায় অতিমারী ইত্যাদি) প্রান্তিক/ভূমিহীন কৃষক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, নিম্নআয়ের পেশাজীবী এবং চর ও হাওর এলাকায় বসবাসকারী স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠী;

- পাড়া/মহল্লা/গ্রাম ভিত্তিক ক্ষুদ্র/অতিক্ষুদ্র (Small/Micro) উদ্যোক্তা ও পেশাজীবী (যেমন: চর্মকার, স্বর্ণকার, ক্ষৌরকার, কামার, কুমার, জেলে, দর্জি, হকার/ফেরিওয়ালা, রিক্সাচালক/ভ্যানচালক, ইলেক্ট্রিক/ইলেকট্রনিক যন্ত্র মেরামতকারী, ইলেক্ট্রিশিয়ান, কাঠমিস্ত্রী, রাজমিস্ত্রী, রংমিস্ত্রী, গ্রিলমিস্ত্রী, প্লাম্বার, আচার/পিঠা প্রস্তুকারী, ক্ষুদ্র তাঁতী, পশু চিকিৎসক ইত্যাদি);

- আয় উৎসারী কর্মকান্ডে নিয়োজিত অতি দরিদ্র বা দরিদ্র (যেমন: মুদি ও মনোহরী পণ্যের দোকানী, ভ্রাম্যমান কাপড়ের দোকানী, ফ্লেক্সিলোড সেবা প্রদানকারী/মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস এজেন্ট, তথ্য সেবা প্রদানকারী/ইন্টারনেট সেবা প্রদানকারী, ভাসমান খাবারের দোকানী, চা-পান বিক্রেতা, বই/পত্রিকা/ম্যাগাজিন বিক্রেতা, ঠোঙা/মোড়ক প্রস্তুতকারী, ফুল/ফল/শাক-সবজি বিক্রেতা, হাঁস/মুরগী/কবুতর/কোয়েল পালনকারী অতি ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, গরু/ছাগল/ভেঁড়া ইত্যাদি গবাদিপশু পালনকারী, চিংড়ি/মৎস্য/কাঁকড়া/কুঁচে চাষী, কেঁচো সারসহ যে কোন জৈব সার উৎপাদনকারী, সবজি চাষী, নার্সারি/বৃক্ষরোপণ কার্যক্রমে নিয়োজিত কর্মী, সূঁচিশিল্প, ব্লক-বাটিক, ক্ষুদ্র/কুটির শিল্প, হস্তশিল্প, কনফেকশনারিসহ অন্যান্য খাবার প্রস্তুরণ ও অন্য যে কোনো সম্ভাবনাময় উদ্ভাবনী কর্মকান্ডে জড়িত ব্যক্তি এবং বিভিন্ন আয় উৎসারী কর্মকান্ড পরিচালনায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ভিডিপি সদস্য) ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ;

- বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তি ও অতিক্ষুদ্র বা ক্ষুদ্র মহিলা উদ্যোক্তাগণ

১০ টাকা ব্যাংক হিসাব খুলতে কী কী ডকুমেন্ট/কাগজপত্র প্রয়োজন হয়?

১৭ এই পুস্তিকার ১.৩.১.৪ তে বর্ণিত তথ্যের আলোকে এবং প্রচলিত নীতিমালা অনুসারে একজন প্রান্তিক গ্রাহকের ১০ টাকায় ব্যাংক হিসাব খোলা ও পরিচালনার প্রযোজনীয় তথ্য (কাগজ-পত্র বা অন্যান্য) আর্থিক সাক্ষরতা কর্মকর্তা বেনেফিশিয়ারিদের অবহিত করবেন।

ঋণ কী?

যখন আয়ের থেকে ব্যয় বেশি হয়, তখন বাড়তি ব্যয় মেটানোর জন্য আত্মীয়/প্রতিবেশী/মহাজন বা ব্যাংক থেকে শর্তসাপেক্ষে টাকা ধার করতে হয়, সেটাই সাধারণত ঋণ বলে পরিচিত।

কারা কৃষি ঋণ পাবার যোগ্য?

- কৃষি কাজে সরাসরি নিয়োজিত প্রকৃত কৃষকগণ;
- ক্ষুদ্র, প্রান্তিক কৃষক ও বর্গাচাষি;
- পল্লী অঞ্চলে আয় উৎসারী কর্মকাণ্ডে জড়িত ব্যক্তিবর্গ;
- নারী ও ক্ষুদ্র কৃষকগণ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ঋণ পাবার যোগ্য;

কোন কোন খাত/উপখাত কৃষি ও পল্লী ঋণ কর্মসূচির আওতাভুক্ত?

ক) শস্য/ফসল (ধান, গম, ডাল, তৈলবীজ ইত্যাদিসহ);
খ) মৎস্য সম্পদ;
গ) প্রাণিসম্পদ;
ঘ) কৃষি যন্ত্রপাতি (ব্যবহারকারী পর্যায়ে প্রদত্ত ঋণ);
ঙ) সেচ যন্ত্রপাতি (ব্যবহারকারী পর্যায়ে প্রদত্ত ঋণ);
চ) বীজ উৎপাদন;

ছ) শস্য গুদাম ও বাজারজাতকরণ (শুধুমাত্র নিজস্ব উৎপাদিত ফসল গুদামজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ);

জ) দারিদ্র্য বিমোচন ও আয় উৎসারী কর্মকাণ্ড (পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয় উৎসারী কর্মকাণ্ডে প্রদত্ত ঋণ);

ঝ) অন্যান্য (বাংলাদেশ ব্যাংক ঘোষিত ঋণ নিয়মাচারে উল্লিখিত হয়নি এমন অপ্রচলিত ফসল চাষ/কৃষিতে প্রদত্ত ঋণ);

যেমন: রেশম গুটি/লাক্ষাগাছ/খয়েরগাছ উৎপাদন/রেশম চাষ, তুঁত গাছ চাষ, চা ফসল (সবুজ পাতা উৎপাদন পর্যন্ত)

এজেন্ট ব্যাংকিং কী?

বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদনক্রমে ব্যাংকের প্রতিনিধি হয়ে যে সব প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা জনগণকে ব্যাংকিং সেবা প্রদান করছে তারাই ব্যাংকের এজেন্ট। এসব এজেন্ট এর মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসরত প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর মাঝে সাশ্রয়ীমূল্যে ব্যাংকিং সেবা তাদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া হচ্ছে। মূলতঃ এটাই এজেন্ট ব্যাংকিং।

স্কুল ব্যাংকিং কি?

বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রমের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হল স্কুল ব্যাংকিং। শৈশব থেকেই সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলা ও আধুনিক ব্যাংকিং প্রযুক্তির সাথে ছাত্র-ছাত্রীদের পরিচিত করানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ১৮ বছরের কম বয়সী শিক্ষার্থীদের জন্য স্কুল ব্যাংকিং অনুমোদন করে।

স্কুল ব্যাংকিং হিসাব কারা খুলতে পারবে?

- সরকার অনুমোদিত যে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১৮ বছরের কম বয়সী যে কোনো শিক্ষার্থী ব্যাংকে গিয়ে মাত্র ১০০/- টাকা প্রাথমিক জমা প্রদান করে এবং অভিভাবকের সহায়তায় একটি ব্যাংক হিসাব খুলতে পারবে। এ ধরণের ব্যাংক হিসাব পরিচালনার জন্য কোনো চার্জ/ফি আদায় করা হয় না এবং আকর্ষণীয় মুনাফা প্রদান করা হয়;

স্কুল ব্যাংকিং হিসাব খুলতে কী কী প্রয়োজন?

- ছাত্রছাত্রী ও বাবা-মা কিংবা আইনগত অভিভাবক প্রত্যেকের ০২ কপি করে পাসপোর্ট সাইজের ছবি;
- জন্মনিবন্ধন সনদ বা স্কুল প্রদত্ত আইডি কার্ডের ফটোকপি কিংবা অন্য গ্রহণযোগ্য সার্টিফিকেট;
- বাবা-মা কিংবা আইনগত অভিভাবকের জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি, কিংবা তাদের পরিচয়ের প্রমাণ হিসেবে ছবিযুক্ত অন্য যে কোনো ডকুমেন্ট (চেয়ারম্যানের সার্টিফিকেট/প্রত্যয়নপত্র, পাসপোর্ট এর কপি, ড্রাইভিং লাইসেন্স এর কপি ইত্যাদির);
- হিসাব খুলে প্রাথমিকভাবে জমা দেওয়ার জন্য মাত্র ১০০/- টাকা। তবে চাইলে বেশি টাকা জমা করেও হিসাব খোলা যাবে;

স্কুল ব্যাংকিং হিসাব খুললে কী সুবিধা পাওয়া যাবে?

- জমানো টাকা নিরাপদে থাকবে;
- জমানো টাকার উপর ব্যাংকের প্রদত্ত আকর্ষণীয় সুদ/মুনাফা যোগ হবে;
- এটিএম কার্ড ব্যবহারের মাধ্যমে প্রয়োজনে যে কোনো স্থানের এটিএম বুথ থেকে টাকা উঠানো যাবে;
- ফ্রি ইন্টারনেট ব্যাংকিং, ফ্রি এসএমএস ব্যাংকিং, অন্যান্য স্কিম ডিপোজিট করে জমানো টাকায় দীর্ঘমেয়াদি ও লাভজনক সঞ্চয় করা যাবে;
- বৃত্তি/উপবৃত্তির টাকা গ্রহণ করা যাবে;

- ঝামেলাহীন উপায়ে স্কুলের বেতন/ফি পরিশোধ করা যাবে;
- শিক্ষাবিমা সুবিধা গ্রহণ করা যাবে;
- প্রয়োজনে ঋণ সুবিধাও গ্রহণ করা যাবে ইত্যাদি;

নারী উদ্যোক্তা কারা?

ব্যক্তি মালিকানাধীন বা প্রোপ্রাইটরি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে স্বত্বাধিকারী বা প্রোপ্রাইটর কিংবা 'অংশীদারী প্রতিষ্ঠান' বা 'জয়েন্ট স্টক' কোম্পানিতে নিবন্ধিত প্রাইভেট কোম্পানির পরিচালক বা শেয়ার হোল্ডারগণের মধ্যে কমপক্ষে ৫১% (শতকরা একান্ন ভাগ) অংশের মালিক নারী হলে উক্ত প্রতিষ্ঠান নারী উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত হবে।

ঋণ প্রাপ্তির জন্য একজন নারী উদ্যোক্তার করণীয় কি?

- কত টাকা ঋণ নিতে ইচ্ছুক তা ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার কাছে বলা;
- ব্যবসায়ের গতি প্রকৃতি বিষয়ে ব্যাংক কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময়;
- ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সিএমএসএমই ঋণ আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণ;
- আবেদনপত্রের সাথে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান যাচিত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিল;
- উদ্যোগের/প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত আয়-ব্যয়ের ও ঋণ চাহিদার সমন্বয়ে বাস্তবভিত্তিক ব্যবসা পরিকল্পনা দাখিল;
- ব্যবসায়ের যাবতীয় আয়-ব্যয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব লিপিবদ্ধকরণ এবং পূর্বের ব্যাংক ঋণ (যদি থাকে) নিয়মিত পরিশোধ করা;

প্রবাসী বাংলাদেশীরা দেশে কী ধরনের বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব খুলতে ও পরিচালনা করতে পারেন?

ব্যাংকের অনুমোদিত ডিলার শাখায় বৈদেশিক মুদ্রায় অনিবাসী চলতি ও মেয়াদী জমা হিসাব পরিচালনা করতে পারেন (যা অন্যান্য জাতীয়তার অনিবাসীদের জন্যও উন্মুক্ত); এসব হিসাবের স্থিতি মুনাফা/সুদ সমেত অবাধে বিদেশেও প্রত্যাবাসন করা যায়।

বিদেশ থেকে বাংলাদেশে অর্থ প্রেরণের বৈধ পন্থা কী?

প্রবাসী আয় ব্যাংকিং ব্যবস্থার পাশাপাশি এক্সচেঞ্জ হাউসের মাধ্যমেও বাংলাদেশে রেমিটেন্স করা যায়। প্রাপকের অনুকূলে রেমিটেন্স/চেক/ড্রাফট/টিটি/এমটি ইত্যাদি শুধুমাত্র বাংলাদেশে ব্যবসারত কোনো ব্যাংকের মাধ্যমে সংগ্রহ করা বৈধ। বাংলাদেশে ব্যাংকিং চ্যানেলের বাইরে বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহের যে কোনো পন্থা (যেমন অবৈধ হুন্ডি কার্যক্রম) অবলম্বন Foreign Exchange Regulation অপঃ, ১৯৪৭ (সেপ্টেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত সংশোধিত) এবং মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের আওতায় দণ্ডনীয় অপরাধ।

মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস (এমএফএস একাউন্ট) হিসাব কী?

রেজিস্টার্ড মোবাইল নম্বরের বিপরীতে অর্থ লেনদেনের জন্য যে হিসাব খোলা হয় সেটিই এমএফএস হিসাব। এ ধরণের হিসাবে গ্রাহকের টাকা ইলেকট্রনিক উপায়ে জমা থাকে। এই সেবার মাধ্যমে নিজের এমএফএস হিসাব এ নগদ টাকা জমা ও উত্তোলন, অর্থ প্রেরণ, ইউটিলিটি বিল পরিশোধ, পণ্য-সেবার মূল্য পরিশোধ ইত্যাদি করা যায়।

দেশের আপামর জনগোষ্ঠী বিশেষত: সুবিধাবঞ্চিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, নিম্ন আয়ের ক্ষুদ্র পেশাজীবী, নারী উদ্যোক্তা, শিক্ষার্থী, শ্রমজীবী প্রবাসী প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর উপযোগী আর্থিক পণ্য ও সেবা বিষয়ে তথ্য ও ধারণা এই লিফলেটে তুলে ধরা হয়েছে।